জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্কের কলাকৌশল

দেওয়ানী ও ফৌজদারী

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জবানবন্দির বিষয়বস্তু ও আইনজীবীর ভূমিকা ২৩
জবানবন্দি ও জেরার ক্ষেত্রে আইনজীবীর ভূমিকা ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জবানবন্দির লক্ষ্য ও সীমা ২৫
জবানবন্দির লক্ষ্য ও সীমা ২৯
উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ৩০
জেরার লক্ষ দুই রকম ৩১
জেরার লক্ষ ঘটনার কোন অংশ সত্য কোন অংশ মিথ্যা তা নির্ধারণ করা. ৩১
সাক্ষীদের জেরা হলো সত্য অনুসন্ধানের সর্বোত্তম আইনী ইঞ্জিন ৩২
দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে জেরা ৩২
ফৌজদারি বিচারে কোনও বিতর্কিত ঘটনা নির্ধারণ করাই আদালতের প্রধান কাজ ৩২
৭ তদন্ত কর্মকর্তার জেরা না হওয়ায় আসামি পক্ষের গুরুতর স্বার্থহানি হতে পারে ৩৩
৮. বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের দীর্ঘ যৌগিক বাক্য গঠন করা কাম্যও নয় ৩৩
৯. জেরা করা যায়নি এমন সাক্ষীর জবানবন্দির সাক্ষ্যগত মান কম ৩৩
১০. জেরায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

জবানবন্দি সংক্রান্ত পল ব্রাউনের সোনালী নীতি ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ৩৫
জেরার কৌশল ৩৫

১. সাক্ষ্যের ক্রম নির্ধারণ ৩৫
২. সাক্ষীর যোগ্যতা ৩৫
৩. সাক্ষীর অধিকার ৩৬
৪. সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরার উদ্দেশ্য ৩৭
৫. সাক্ষীর জবানবন্দী পরিচালনার কৌশল (Techniques of Conducting Examination in Chief) ৩৮
৬. সাক্ষীর মেমোরী রিফ্রেস করার বিধান ৪০
৭. পুনঃ জবানবন্দী ও পুনঃ জেরার কৌশল ৪১
৮. জেরার গাইডলাইনস্: গোল্ডেন রুলস্ (Guidelines for Cross Examination: Golden Rules) ৪২
৯. সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ বিধান ৪৬
১০. সাক্ষীর আচরণ, চাহনি, ভাবধারা ইত্যাদি (Demeanour of witness) ৪৭
১১. রাজসাক্ষী (Approver) ৪৮
১২. সাফাই সাক্ষী ৪৯
উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ ৫০
সাক্ষীগণের জেরা ৫৩
১। সাক্ষীগণের পুনঃজবানবন্দি বা জেরা ৫৬
পুনঃজবানবন্দি ও জেরার বিধান ৫৮
সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্রম ৬০

পঞ্চম অধ্যায়

দেওয়ানী মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ ৭০

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণ ৭৩

অষ্টম অধ্যায়

সাক্ষী পরীক্ষার ক্রমপর্যায় ৭৫
কখন বিবাদী আগে সাক্ষী দেওয়া হইবে.............................. ৭৫
বিবাদী পক্ষের প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী.............................. ৭৬
সাক্ষী পরীক্ষা করিতে আদালতের অস্বীকৃতি ৭৬

নবম অধ্যায়

জজ কোন সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করিবেন.............................. ৭৮
প্রাসঙ্গিকতা বিচারক নির্ধারণ করিবেন ৮০
প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণীয়তা ৮১
অন্যায়ভাবে গৃহীত সাক্ষ্য বাদ দিয়া আপীল নিষ্পত্তি.............................. ৮১
পুনঃজবানবন্দিতে নতুন বিষয় সংযোজন.............................. ৮১

দশম অধ্যায়

জবানবন্দির কৌশল.............................. ৮২

একাদশ অধ্যায়

জবানবন্দি সম্পর্কে আদালতের নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার.............................. ৮৬
সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারানুযায়ী বিচারকের ক্ষমতা ৮৬
সাক্ষীকে প্রশ্ন করা মর্মে বিচারকের অসীম এখতিয়ার রহিয়াছে ৮৮

দ্বাদশ অধ্যায়

জবানবন্দি ও পুনঃজবানবন্দি করার অধিকার.............................. ৯০
পুনঃজবানবন্দি ও জেরার বিধান ৯০
পুনঃজবানবন্দি ও জেরার বিধান ৯২
পুনঃজবানবন্দী.............................. ৯৩
পুনঃজবানবন্দির উদ্দেশ্য ও আওতা.............................. ৯৫
আংশিক সাক্ষ্য অবিশ্বাসযোগ্য হইলে ৯৫
আংশিক সাক্ষ্য অসঙ্গতিপূর্ণ হইলে ৯৫

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও পুনঃজবানবন্দি ৯৭
পুনঃজেরা ১০৩
নজির ১০৩
১। সাক্ষীগণের পুনঃজবানবন্দি বা জেরা (Re-examination of witnesses) ১০৫
পুনঃজবানবন্দি ও জেরার বিধান ১০৭

দ্বিতীয় ভাগ

জেরা সম্পর্কিত বিষয়াবলী ১০৯

প্রথম অধ্যায়

জেরার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ১০৯
জেরার উদ্দেশ্য ১০৯
ফৌজদারী মামলায় জেরার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী থাকিতে পারে ১১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেরার জন্য প্রস্তুতি ১১২

তৃতীয় অধ্যায়

জেরা করিবার নিয়মাবলী ১১৬
কাহাকে জেরা করা যায় ১১৭
জেরা করার উদ্দেশ্য দুইটি ১১৭
পুনঃজবানবন্দির উদ্দেশ্য ও আওতা ১১৭
আংশিক সাক্ষ্য অবিশ্বাসযোগ্য হইলে ১১৮
আংশিক সাক্ষ্য অসংগতিপূর্ণ হইলে ১১৮
জেরা করিবার লক্ষ্য বহুবিধ ১১৯

চতুর্থ অধ্যায়

পল ব্রাউনের জেরা সম্পর্কীয় সোনালী নির্দেশ ১২০

পঞ্চম অধ্যায়

জেরার সীমা ও ধারা ১২১

জেরা করিবার ধারা ১২১

ষষ্ঠ অধ্যায়

জেরা করিবার কৌশল ১২২

সপ্তম অধ্যায়

জেরায় অপরিহার্য পালনীয় নিয়মাবলী ১২৩

অষ্টম অধ্যায়

জেরায় যে সকল বিষয় বর্জনীয় ১২৫

নবম অধ্যায়

জেরা করিবার বিধানাবলী ১২৭

দশম অধ্যায়

জেরা করিবার অধিকার ১২৮

দেশীয় আইন এবং জেরার অধিকার ১২৮

হলফনামা ও জেরার অধিকার ১২৮

জেরার অধিকার ও সুযোগ ১২৯

ফৌজদারী মামলায় জেরার অধিকার ১২৯

আদালতের সাক্ষীকে জেরার অধিকার ১৩০

জেরা বর্জন ও ফলাফল ১৩১

জবানবন্দি ব্যতীত জেরা হয় না ১৩১

জেরার অধিকার কাহার ১৩২

দলিল উপস্থাপনের জন্য আহুত ব্যক্তির জেরা ১৩২

নিজের সাক্ষীকে জেরার অধিকার ১৩৩

একাদশ অধ্যায়

জেরা না করিবার পরিণতি ১৩৪

দ্বাদশ অধ্যায়

জেরায় কর্তব্য ও নিষিদ্ধ ১৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জেরার ক্ষেত্রে মাঙ্কম্যান (Munkman)-এর নীতি ১৩৯

চতুর্দশ অধ্যায়

জেরার নীতিমালা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের বক্তব্য ১৪৫
জেরা সম্পর্কে ডেভিড পল ব্রাউনের দেওয়া এডভোকেটদের জন্য নয়টি নীতি নিম্নে ব্যক্ত করা গেল ১৪৫
একজন ওল্ড ব্যারিস্টারের নীতি (An old Barristers rule) ১৪৭
ডেভিসের জেরার নীতি ১৪৭
করনেলিসের জেরার নীতি ১৪৮
জনসনের "জেরার মৌলিক নীতি" ১৪৯
অন্যান্য নীতি (Other rules) ১৫১

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামান্য জেরা ১৫৮
স্বল্প পরিমাণ জেরা ১৫৮
পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রমাণের চেইন ১৫৮
জেরা মোটেই না করা ১৫৯

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

উত্যক্ত বা জ্বালাতনমূলক জেরা ১৬১
উত্তেজনাকর এবং হাসিখুশি বা কৌতূকপূর্ণ জেরা ১৬৩

সপ্তদশ অধ্যায়

আনন্দপূর্ণ বা কৌতূকপূর্ণ বা প্ররোচনামূলক জেরা ১৬৪

অষ্টদশ অধ্যায়

দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী জেরা ১৬৬

১। সবচেয়ে ভাল নীতি বা সোনালী নীতি ১৬৬

২। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ১৬৬

৩। সময়ের সীমাবদ্ধতা ১৬৭

৪। দীর্ঘস্থায়ী জেরা ১৬৭

কিভাবে একজন সফল জেরাকারী হওয়া যায় ১৬৮

কঠিন পরিশ্রম ১৬৮

নম্র স্বভাব ১৬৯

জেরা করা একটি কঠিন কাজ ১৬৯

মনোভাব পর্যবেক্ষণ ১৬৯

জেরার বিষয়বস্তু ১৭০

ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন ১৭০

জেরায় প্রশ্নের প্রকৃতি ১৭০

জেরার প্রার্থিত ফলাফল ১৭১

মামলা ভেদে জেরা ১৭১

জেরার ধারাবাহিকতা ১৭১

সাক্ষীর প্রভাব বলয় ১৭১

প্রশ্নের ঝুঁকি ১৭১

সাক্ষ্যের গতি প্রকৃতি ১৭২

জবানবন্দিতে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যায় না ১৭৩

দেওয়ানী মোকদ্দমাসমূহের জেরার মডেল ১৭৬

১. স্বত্বের মোকদ্দমার জেরার মডেল প্রশ্ন ১৭৬

স্বত্বের মোকদ্দমার বিবাদীকে জেরার নমুনা প্রশ্ন ১৭৯

২. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ৯ ধারায় সম্পত্তির দখল পুনরূদ্ধারের মামলার জবানবন্দি ১৮০

এখন বিবাদী পক্ষের জবাবের যে সকল বিষয় বাদীপক্ষ স্বীকার করে না সে সকল বিষয় ডিনাইল দিতে হইবে। ডিনাইলেল প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ১৮৩
এখন বিবাদী পক্ষের জবাবের আলোকে বাদী পক্ষের (DW-1) জবানবন্দির নমুনা নিম্নরূপ হইতে পারে ১৮৪
এখন বাদীর আরজীর যে সকল বিষয় বিবাদীপক্ষ সমর্থন করে না, তাহা ডিনাইল দিতে হবে। ডিনাইল-এর প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ১৮৫
৩. স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার জেরার মডেল (নমুনা) প্রশ্ন ১৮৬
বিবাদীকে জেরার নমুনা প্রশ্ন ১৮৮
৪। দলিল সংশোধনের মোকদ্দমার জবানবন্দির কৌশল ১৮৯
উল্লেখিত আরজির প্রেক্ষিতে বাদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী (PW-1) এর জবানবন্দি নিম্নরূপ হইতে পারে ১৯০
এখন বিবাদী পক্ষের জবাবের যে সকল বিষয় বাদীপক্ষ সমর্থন করে না সেগুলি সম্পর্কে এখন ডিনাইল দিতে হইবে। ডিনাইল-এর প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ হইতে পারে ১৯৩
উল্লেখিত জবাবের প্রেক্ষিতে ১নং বিবাদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী (DW-1)-এর জবাববন্দির নমুনা নিম্নরূপ হইবে ১৯৪
এখন বাদীর আরজীর যে সকল বক্তব্য ১নং বিবাদীপক্ষ সমর্থন করে না, সে সকল বিষয় সম্পর্কে ১নং বিবাদীর প্রধান সাক্ষী (DW-1) কে ডিনাইল দিতে হবে। ডিনাইল-এর প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ১৯৬
৫. চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় বাদীকে জেরার মডেল নমুনা প্রশ্ন ১৯৬
বিবাদীকে জেরার নমুনা প্রশ্ন ১৯৯
দখল বিষয়ক সাক্ষীর জবানবন্দি ২০০
বালাম বহি তলব এবং বালাম বাহকের জবানবন্দির নমুনা ২০১
৬। স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে স্বত্ব ঘোষণার মোকদ্দমার জবানবন্দি ২০২
অত্র আরজির প্রেক্ষিতে বাদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী (PW-1) এর নমুনা জবানবন্দি নিম্নরূপ হইতে পারে ২০২
বাদী মোঃ সামসুদ্দিনের জবানবন্দি (PW-1) ২০২
এখন বিবাদী পক্ষের জবাবের যে সকল বিষয় বাদীপক্ষ স্বীকার করে না সে সকল বিষয় সম্পর্কে ডিনাইল দিতে হবে ২০৪

৭. প্রিয়েমশান মোকদ্দমার জেরার মডেল (নমুনা) প্রশ্ন........................ ২০৮
প্রিয়েমশান মোকদ্দমার প্রার্থিকে জেরার মডেল (নমুনা) প্রশ্ন ২০৮
প্রতিপক্ষের জেরার নমুনা প্রশ্ন........................ ২০৯
৮. খাস দখলের মোকদ্দমার জবানবন্দি ২১০
উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে ১নং বিবাদী পক্ষের প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী (DW-1) এর জবানবন্দির নমুনা নিম্নরূপ হইবে........................ ২১৩
এখন বাদীর আরজীর যে সকল বক্তব্য ১নং বিবাদীপক্ষ সমর্থন করে না, সে সকল বিষয় সম্পর্কে ১নং বিবাদীর প্রধান সাক্ষী (DW-1) কে ডিনাইল দিতে হবে। ডিনাইল-এর প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ২১৪
বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় জেরা ২১৫
৯. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের মোকদ্দমার জবানবন্দি........................ ২২৪
এখন সরকার বিবাদী পক্ষের জবাব বা আপত্তির যে সকল বিষয় বাদীপক্ষ সমর্থন করে না সে সকল বিষয় ডিনাইল দিতে হইবে। ডিনাইলের প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ২২৭
অত্র আপত্তি/জবাবের প্রেক্ষিতে সরকার/বিবাদী পক্ষের জবানবন্দির নমুনা নিম্নরূপ হইতে পারে ২২৭
এখন বাদী/দরখাস্তকারীর আরজির যে সকল বিষয় বিবাদীপক্ষ সমর্থন করে না, সে সকল বিষয় সম্পর্কে ডিনাইল দিতে হইবে। ডিনাইল এর প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ২২৯
১০. বিরুদ্ধ দখল স্বত্বের (Title by adverse possession) মোকদ্দমার জবানবন্দি........................ ২৩০
এখন বিবাদী পক্ষের জবাবের যে সকল বিষয় বাদী পক্ষ সমর্থন করে না উক্ত ব্যাপারে বাদী পক্ষের প্রধান সাক্ষীকে ডিনাইল দিতে হইবে।
বিবাদী পক্ষের নমুনা জবাব ২৩২
এখন বাদী পক্ষের জবাবের আলোকে বিবাদী পক্ষের (DW-1) জবানবন্দির নমুনা নিম্নরূপ হইতে পারে ২৩৩
এখন বাদীর আরজীর যে সকল বিষয় বিবাদীপক্ষ সমর্থন করে না, তাহা ডিনাইল দিতে হবে। ডিনাইল-এর প্রশ্ন নিম্নরূপ হইতে পারে ২৩৫
১১। বন্টনের মোকদ্দমার মডেল প্রশ্ন ২৩৬
বাদী-বিবাদীর জবানবন্দি ও জেরার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ ২৩৬

বাদীর জবানবন্দি ২৩৬

বাদীর জেরা ২৩৬

বিবাদীর জবানবন্দি ২৩৭

বিবাদীর জেরা ২৩৭

১২। দলিল বাতিলের মোকদ্দমার মডেল প্রশ্ন ২৩৮

জেরা ২৩৮

বিবাদীর জবানবন্দি ২৩৯

বিবাদীর জেরা ২৩৯

১০। দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমার মডেল প্রশ্ন ২৪০

বাদীর জবানবন্দি ২৪১

বাদীর জেরা ২৪১

বিবাদীর জবানবন্দী ২৪১

বিবাদীর জেরা ২৪১

ভরণপোষণ মামলায় জেরা ২৪২

বাদিনী–স্ত্রীর জেরা ২৪৪

বিবাদী–স্বামীর জেরা ২৪৫

১১. দেনমোহর আদায়ের মামলার জেরা ২৪৭

১২. ভরণপোষণ মোকদ্দমার জেরা ২৫৩

বাদীনী স্ত্রীর জেরা ২৫৪

বিবাদী-স্বামীর জেরা ২৫৪

তৃতীয় ভাগ

ফৌজদারী মোমলাসমূহের জেরার মডেল ২৫৬

১. ফৌজদারী মোকদ্দমার সাধারণভাবে জেরার নমুনা প্রশ্ন ২৫৬

২. প্রাথমিক তথ্য বিবরণী সংক্রান্ত জেরার নমুনা প্রশ্ন ২৫৯

৩. শান্তিভংগের মোকদ্দমায় জেরা ২৬০

৪. আঘাত দ্বারা মৃত্যু মোকদ্দমার জেরা ২৬২

৫. চুরির মোকদ্দমার ক্ষেত্রে জেরার নমুনা প্রশ্ন ২৬৫

৬. অপরাধমূলক আত্মসাতের মোকদ্দমার জেরা ২৬৬

৭. প্রতারণার মোকদ্দমার জেরা ২৬৭
৮. ঘুষ প্রদান বা গ্রহণ মোকদ্দমার জেরা ২৬৮
৯. জালিয়াতির মোকদ্দমার জেরা ২৭০
১০. অপহরণ মোকদ্দমার জেরার নমুনা প্রশ্ন ২৭১
১১. দাংগার মোকদ্দমার জেরা ২৭২
১২. মৃত্যুর পদক্ষেপের মোকদ্দমার জেরা ২৭৩
১৩. অপহরণের মামলায় জেরা ২৭৩
১৪. অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মোকদ্দমার জেরা ২৭৪
১৫. ডাকাতির মোকদ্দমার জেরার নমুনা প্রশ্ন ২৭৫
১৬. প্রতারণা মোকদ্দমার জেরা ২৭৮
১৭. চিকিৎসক সাক্ষীর জেরা ২৭৯
মেডিকেল রিপোর্ট ২৮১
মেডিকেল রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা ২৮২
মৃত্যুকালীন সাক্ষ্য ২৮২
সিভিল সার্জনের বা অন্য কোন চিকিৎসকের সাক্ষ্য ২৮২
ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য আলামত ২৮২
ময়না তদন্তের চালান ২৮৩
বয়স নির্ধারণের জন্য চিকিৎসকের করণীয় ২৮৩
ধর্ষণ শ্লীলতাহানীর ক্ষেত্রে ডাক্তারের করণীয় ২৮৩
ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর ক্ষেত্রে যোনিমুখ ২৮৩
জখম বা আঘাতের (Heart) সম্পর্কে চিকিৎসা দানকারী ও সনদ প্রদানকারী ডাক্তারের জেরার সাধারণ প্রশ্নাবলী ২৮৫
ডাক্তারকে নরহত্যা বিষয়ক মামলার জেরা ২৮৬
উদ্বন্ধনে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ডাক্তারকে জেরার নিয়মাবলী ২৮৭
বিষক্রিয়া মৃত্যুর ময়নাতদন্তের ডাক্তারকে জেরার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা যায় ২৮৮
বন্দুকের গুলি দ্বারা হত্যা মামলার ক্ষেত্রে ডাক্তারের জেরার কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন নিচে দেওয়া গেল ২৮৯
অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ সম্পর্কে জেরা ২৮৯

২৪। আসামীর সনাক্ত মিছিল সম্পর্কে জেরা ৩২৪
১। উপক্রমণিকা ৩২৪
২। সনাক্তি মিছিলের বিধান..................................... ৩২৯
৩। সনাক্তকরণের ভ্রান্তি ৩৩২
খুনের মামলার জবানবন্দী ও জেরা..................................... ৩৩৩
সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা ৩৩৩
আসামী পক্ষে জেরা ৩৩৩
সাক্ষী রাজুর জবানবন্দি ও জেরা..................................... ৩৩৪
আসামী পক্ষে জেরা ৩৩৫
সাক্ষী জবানবন্দি ও জেরা ৩৩৫
আসামী পক্ষে জেরা ৩৩৬
আসামী পক্ষে আরগুমেন্ট বা যুক্তিতর্ক ৩৩৭
খুনের মামলার জেরার সাধারণ প্রশ্ন ৩৩৮
অস্ত্র মামলার জেরা ৩৪০
অস্ত্র মামলার আসামী মফিজের পক্ষে জেরা..................................... ৩৪০
ট্যাক্সি ক্যাবের ভিতরে থাকা আসামীর কোমর থেকে অস্ত্র উদ্ধারের মামলায় বাদীর জেরা..................................... ৩৪০
অস্ত্র মামলার তদন্ত কর্মকর্তার জেরা সাধারণ প্রশ্ন..................................... ৩৪২
জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা ৩৪৫
জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা..................................... ৩৪৬
পিডব্লিউ-১ হিসেবে পুলিশ কনস্টেবল মজিবর রহমানের এর জবানবন্দি . ৩৪৭
উপরোক্ত জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষের জেরা..................................... ৩৪৮
পিডব্লিউ ২ হিসেব পুলিশ কনস্টেবল ওয়াজেদ মাতাব্বর এর জবানবন্দি . ৩৪৮
জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা ৩৪৯
পিডব্লিউ ৩ হিসেবে সহিদুল, জব্দ তালিকার সাক্ষীর জবানবন্দি ৩৪৯
জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা ৩৪৯
গাঁজা উদ্ধার মামলায় জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্ক ৩৫২
এজাহারের আলোকে বাদীর জেরা ৩৫৩
পি. ডব্লিউ-১ সফিকুল ইসলাম, কনস্টেবল এর জবানবন্দি ৩৫৫

জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা ৩৫৬
পিডব্লিউ-২ মোঃ সফিকুল ইসলাম জব্দ তালিকার সাক্ষী এর জবানবন্দি .. ৩৫৭
জবানবন্দির আলোকে আসামীগণের পক্ষে জেরা.............................. ৩৫৭
ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের মামলার জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্ক ৩৫৮
পি ডাব্লিউ-১ হিসেবে এএসআই ইমাম হোসেন, সঙ্গীয় ফোর্সের জবানবন্দি ৩৫৮
উপরোক্ত জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা.......................... ৩৫৯
পি ডাব্লিউ-২ হিসেবে কনস্টেবল মনিরুল ইসলাম, সঙ্গীয় ফোর্সের জবানবন্দি ৩৬০
জবানবন্দির আলোকে আসামী পক্ষে জেরা ৩৬০
পি. ডাব্লিউ-৩ হিসেবে কনস্টেবল শাহীন, সঙ্গীয় ফোর্সের জবানবন্দি...... ৩৬১
এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস. আই. আব্দুল কুদ্দুস, পিডাব্লিউ-৪ হিসেবে জবানবন্দী ৩৬২
জবানবন্দির আলোকে তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা ৩৬৩

চতুর্থ বিভাগ

লিখিত যুক্তিতর্ক ৩৬৫
১। বাদীপক্ষে লিখিত যুক্তিতর্ক ৩৬৫
২। বিবাদীপক্ষে লিখিত যুক্তিতর্ক ৩৭০
আসামীর জবান বন্দি গ্রহণ করার ক্ষমতা ৩৭৫
যুক্তিতর্ক Arguments ৩৮২

প্রথম অধ্যায়
জবানবন্দির বিষযবস্তু ও আইনজীবীর ভূমিকা

সাক্ষী সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় আদালতে আসেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয়। বাদী বা ফরিয়াদী এবং বিবাদী বা আসামী সাক্ষীকে আনিবার জন্য আদালতযোগে সমন দ্বারা বা অন্যভাবে আহ্বান করেন।

যাহার আহ্বানে সাক্ষী আসেন, সাক্ষীকে তাহার সাক্ষী বলা হয়। বাদী যাহাদের আহ্বান করিয়াছেন তাহারা বাদীর সাক্ষী। বিবাদী যাহাদের আহ্বান করিয়াছেন তাহারা বিবাদীর সাক্ষী। সাক্ষ্য গ্রহণের ধারা এবং ক্রম সকলের জানা উচিত। সাক্ষ্য প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে প্রমাণের ভার যে পক্ষের উপর সেই পক্ষ কিংবা তাহার এডভোকেট কোন সাক্ষীকে ডাকিবেন তাহা আদালতকে জানান; আদালতের নির্দেশে তখন সেই সাক্ষীকে ডাকা হয়। তিনি বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হন। প্রায় প্রত্যেক আদালতেই সাক্ষীর দাঁড়াইবার স্থান নির্দিষ্ট থাকে। ইহাকে সাক্ষীর কাঠগড়া বা সাক্ষীর মঞ্চ বলা হয়। এই মঞ্চে অতি সংকীর্ণ ও অপরিসর। কারণ ইহাতে এক সময়ে একজনের বেশি দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই। সাক্ষীর মঞ্চে তাহার বসিবার ব্যবস্থা নাই। মঞ্চে উঠিয়াই সাক্ষী প্রথমে হলফনামা পাঠ করেন। সাক্ষী নিরক্ষর হইলে তাঁহাকে হলফ দেওয়ানো হয়। এইভাবেই প্রথম পর্ব শেষ হয়।

এইবার যিনি সাক্ষী আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বা তাহার এডভোকেট সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে শুরু করেন। প্রশ্ন করিয়া তিনি সাক্ষী দ্বারা তাহার বক্তব্য বলাইয়া লন। ইহাকে জবানবন্দি গ্রহণ বলে। জবানবন্দি গ্রহণ শেষ হইলে বিপক্ষ কিংবা তাহার এডভোকেট সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে তাহাদের।

জবানবন্দি ও জেরার ক্ষেত্রে আইনজীবীর ভূমিকা

জবানবন্দি করার ব্যাপারে উভয়পক্ষের আইনজীবীরই মুখ্য ভূমিকা রহিয়াছে। প্রথমত যিনি জবানবন্দি করাইবেন তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূর্বেই নখাগ্রে রাখিতে হইবে। সাক্ষীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়া হাত নথি ও দলিলপত্র পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া দেখিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জবানবন্দির লক্ষ্য ও সীমা

জবানন্দির উদ্দেশ্য হইল সাক্ষীর নিকট হইতে সকল তথ্য টানিয়া বাহির করিয়া আনা অথবা সেই সকল তথ্য বাহির করিয়া আনা যাহার দ্বারা, যে পক্ষ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে সেই পক্ষের বক্তব্য প্রমাণিত হয়। প্রতিটি প্রশ্নকে গঠন করিতে হয় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। কখনও কখনও কেহ কেহ এইরূপ মনে করে যে সাক্ষীর জবানবন্দির কার্য একটি নিরতিশয় সহজ সরল ও সর্বদা জটিলতাবর্জিত কার্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা যথার্থ নহে। কার্যটি নিঃসন্দেহে দুরূহ। জবানবন্দির উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে এবং পরীক্ষাকারী মোকদ্দমাটির পুরা তথ্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হইবেন।

উপরন্তু তিনি, সাক্ষী যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে সেই বিশেষ তথ্য বিষয়ে অবহিত হইবে। তিনি সাক্ষীর প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে এবং তাহার বুদ্ধিমত্তা বিষয়েও অবহিত হইবে। কোন সাক্ষীর মেজাজ বা মেজাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা স্বভাবের অস্বাভাবিকতা বা খামখেয়ালিপনা বিবেচনা বহির্ভূত রাখা বিধেয় বা সমীচীন নহে। ইহা ব্যতীতও প্রসঙ্গসমূহ এইরূপভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে ঐগুলি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর পক্ষে উপযুক্ত হয়। অনেক সময়েই সাক্ষীগণের মধ্যে অদ্ভূত ও বিস্ময়োৎপাদক চরিত্র বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন সাক্ষী বাচাল, কোন সাক্ষী ভীরু, কোন সাক্ষী নির্বোধ, বুদ্ধিমত্তাবিবর্জিত। তাহাদের নিকট হইতে সত্য উদঘাটনের প্রক্রিয়া একই প্রকার হইতে পারে না। বিশেষ ও নিচ্ছিদ্র যত্নসহকারে তাহাদের নিকট হইতে সত্য বাহির করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ইহা ব্যতীতও এতদ্বিষয়ে জগৎখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ মনীষী বেন্থ-এর বক্তব্যসমূহ সযত্নে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সাক্ষীদেরকে প্রশ্ন করিবার দক্ষতা বা ক্ষমতা প্রশ্নাতীতভাবে আইন সম্বন্ধীয় পেশার একটা গোপন রহস্য, একটা গুপ্ত কথা, এবং অন্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ দক্ষতার উদ্ভব ঘটে বহু বৎসরের আদালত অভিজ্ঞতা অর্জিত হইবার পর। আইন ব্যবসায়ীর কর্তব্য হইল তাহার মক্কেলের মামলাকে সমর্থন করিয়া ঐরূপ যাবতীয় প্রাসংগিক তথ্য স্পষ্টভাবে এবং যথাযথ কালানুক্রমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা যাহার প্রেক্ষিতে

সংশ্লিষ্ট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে বলা হইতে পারে। কেহ কেহ কখনও কখনও মনে করেন যে, এই কার্যটি সম্পাদন নিরতিশয় সহজ; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আদৌ তাহা নহে। বরং এই কার্যটির সম্পাদন বেশ দুরূহ। দুর্বলমনা ভীরু সাক্ষীকে সাহস দিতে হইবে, তাহাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে হইবে, বাচাল সাক্ষীকে দমিয়ে রাখিতে হইবে। যে সাক্ষী কোন পক্ষের গোঁড়া অনুগামী, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে। সাক্ষীকে কি বলিতে হইবে তদবিষয়ে আইনজীবী সাক্ষীকে কোন সংকেত বা ইংগিত দিবেন না, বা ঐ ব্যাপারে পরোক্ষভাবে তাহার মন বা চিন্তার কোন কিছু জাগাইবেন না বা কোন কিছু তাহাকে বাতলাইয়া বা স্মরণ করাইয়া দিবেন না। যে সাক্ষী প্রতিশ্রুতিরক্ষাশীল, ন্যায়বান, সততাপরায়ণ, সাধু, সৎ, সরল, সত্যবাদী, আন্তরিকতাবাহী, সম্ভ্রান্ত ও সচ্চরিত তাঁহাকে তাহার বক্তব্য সহজভাবে বলিতে দিতে হইবে। আইনজীবী যথাসম্ভব তাহাকে কোনভাবে বাধা দিবেন না।

ফৌজদারী মামলার বেলায় অভিশংসক আইনজীবীর কর্তব্য আরও ব্যাপকতা সমন্বিত। প্রচলিত নিয়মানুসারে অভিযোগকারী আইনজীবী, সাক্ষীকে এইরূপ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করেন যাহা বাদীর পক্ষে অনুকূল। সম্ভবতঃ ইহাই তাহার কর্তব্য। পুনশ্চ, তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য অসংগতভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইবে না।

জবানবন্দি সর্বদা প্রাসংগিক তথ্য সম্বন্ধীয় হইবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বীকার্য জবানভিত্তিক সাক্ষ্য ও অভিমত স্বীকৃত হইয়া থাকে। মুখ্য পরীক্ষার সময় সাক্ষীকে যে সকল প্রশ্ন করা যায় তাহার পরিধি ও সীমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত সাক্ষ্য আইনের ১৪২, ১৪৪, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭ এবং ১৫৯ ধারাসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য। মুখ্য পরীক্ষার সময় আকর্ষী প্রশ্ন (Leading questions) করা যায় না। কোন দস্তাবেজ প্রকাশ না করিয়া উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যায় না। ঐ ১৫৮ ও ১৫৯ ধারায় বিধৃত বিধানও এই প্রসংগে দেখা যাইতে পারে। কোন সাক্ষী প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলে যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন সেই পক্ষকে আদালতের অনুমতিক্রমে তাহাকে জেরা করিতে এবং তাহার নিন্দা করিতে দেওয়া যায়।

সাক্ষ্য আইনের ১৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, যেই পক্ষ সাক্ষী উপস্থাপন করে সেই পক্ষ কর্তৃক উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষাকে সাক্ষীর জবানবন্দি বলে। জবানবন্দি প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

জবানবন্দির লক্ষ্য ও সীমা

জবানবন্দির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতেছে, সাক্ষীর মুখ দিয়া প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাহির করা। যে পক্ষ সাক্ষীকে আনিয়াছেন তাহার বক্তব্য বা দাবি যাহাতে প্রমাণিত ও সমর্থিত হয় এইরূপ বক্তব্য জবানবন্দিতে বলানো হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পিছনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিতে হয়। জবানবন্দি করানো খুব সহজ সরল উপেক্ষার ছলে দেখিলে চলিবে না। জবানবন্দি করানো অতিশয় সহজ কাজ নহে কিংবা সর্বদা জটিলতা বর্জিত নহে। উহা খুবই দুরূহ কাজ। সিনিয়র কৌসুঁলি জেরা করিবেন আর জবানবন্দি করাইবার জন্য জুনিয়রকে এককভাবে নিযুক্ত করিবেন এমন হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। জবানবন্দি যিনি করাইবেন তিনিই বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকে ভাল জেরা করিতে পারিবেন। জবানবন্দির উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে। যিনি জবানবন্দি করাইবেন তিনিই মামলার বিষয় ভালভাবে অবগত থাকেন। সাক্ষী যে বিষয়ে সাক্ষী দিতে আসিয়াছে সেই বিষয়ে তিনিই ভাল করিয়া তথ্যাদি জানিবেন। তিনি সাক্ষীর প্রকৃতি, চরিত্র ও তাহার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে অবগত হইবেন।

প্রশ্নসমূহ এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা সাক্ষীর জন্য উপযুক্ত ও সহায়ক হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষীদের মধ্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কোন সাক্ষী বাচাল, কোন সাক্ষী ভীরু, কোন সাক্ষী নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তা বিবর্জিত। আবার, অতি চালাক ও পেশার সাক্ষীও থাকে। এইসব সাক্ষীদের সকলকে একই প্রক্রিয়ায় জবানবন্দি করানো যায় না।

আইনবিদ বেস্ট (Best)-এর মতে–

১। সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার দক্ষতা বা ক্ষমতা প্রশ্নাতীতভাবে আইন পেশার একটি গোপন রহস্য, একটি গুপ্ত কথা এবং অন্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ দক্ষতার উদ্ভব ঘটে বহু বৎসরের আদালতি অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা।

২। আইনজীবীর কর্তব্য হইল তাহার মক্কেলের মামলাকে সমর্থন করে এমন যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য সুস্পষ্টভাবে এবং যথাযথ কালানুক্রমিকভাবে তালিকা প্রস্তুত করা যাহাতে উহার প্রশ্নই জবানবন্দিতে জিজ্ঞাসা করা হয়।